কালের কণ্ঠ

তারিখ 19 FEB
পৃষ্ঠা 2 কলাম

হল দখলমুক্ত করার দাবি

বিক্ষোভ অব্যাহত, ক্লাস বর্জনের ঘোষণা জবি শিক্ষার্থীদের

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ▶

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিব্বত হল সংসদ সদস্য হাজি সেলিমের দখলমুক্ত করার দাবিতে পঞ্চম দিনের মতো বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে আজ বুধবার ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে বিক্ষোভ অব্যাহত রাখার ডাক দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতারা।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকাল পৌনে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে থেকে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা হাজি সেলিমের দখলে থাকা তিব্বত হলসহ বেদখল হওয়া ১০টি হল উদ্ধারের দাবিতে পঞ্চম দিনের মতো বিক্ষোভ শুরু করে। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল বিজ্ঞান ও কলা অনুষদ প্রদক্ষিণ শেষে ক্যাম্পাসের সামনে সদরঘাট-গুলিস্তান সড়কে অবস্থান নেয়। তারা টায়ারে আগুন ধরিয়ে সড়ক অবরোধ করে রাখে। শিক্ষার্থীদের একটি অংশ ছাত্রলীগের নেতাদের নেতৃত্বে রায়সাহেব বাজার মোড়ে জড়ো হয়। এরপর তাঁতীবাজার মোড়ে সড়ক অবরোধ করে এবং গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী, গুলিস্তান-বাবুবাজার সেতু এবং গুলিস্তান-সদরঘাট সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তারা মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে যায়। সেখানে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে ও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে। পুলিশ কয়েকবার বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি শরীফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধের কারণে বিভিন্ন সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তির শিকার হয় যাত্রীরা। এদিকে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মকর্তা সমিতির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সমর্থন জানানো হয়। এ ছাড়া মৌখিকভাবে সমর্থন দিয়েছেন বিএনপি-জামায়াতপন্থী ও প্রগতিশীল শিক্ষকরা।

রমনা জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার শিবলী নোমান বলেন, ছাত্ররা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করলেও কোনো ধরনের যানবাহন ভাঙচুর করেনি। এ জন্য শিক্ষার্থীদের বাধা দেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি শরীফুল ইসলাম বলেন, হাজি সেলিম সংসদ সদস্য হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল করে রেখেছেন। ওই হলসহ বেদখল হওয়া সব হল উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মীজানুর রহমান বলেন, 'হলগুলো উদ্ধারে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। শিক্ষার্থীরা তাদের যৌক্তিক আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।'